ইত্তেফাক

তারিখ 1.1.12.79
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

129

মুহম্মদ ফয়েজ সুইডেনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত

জনাব মুহম্মদ ফয়েজ সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে আরও কয়েকটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বাসস জানায়।

বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিক জনাব ফয়েজ ১৯২৯ সালে ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়া কলেজ হতে বি, এ, ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

মুহম্মদ ফয়েজ সুইডেনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত

(৩য় পৃঃ পর)

ও পর বৎসর এল এল বি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পরে সুপ্রীম কোর্ট বারে যোগদান করেন। তিনি চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বিবাহিত ও দুই সন্তানের পিতা।

এস. এস, সি পরীক্ষা আসন্ন

ফেল ফী আদায়ের ব্যবস্থা

ঝিনাইদহ (যশোর), ৯ই ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—শৈলকুপা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ে টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে 'ফেল ফী' আদায়ের মাধ্যমে তাহাদের আসন্ন এস এস সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রকাশ, দুইটি স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে প্রতি পেপারের জন্য ১৫ টাকা হারে 'ফেল ফী' আদায় করা হইতেছে। ইহা ছাড়া প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে ১২০ টাকা করিয়া কোচিং ফী আদায় করা হইতেছে। তদ্‌পরি এপ্রিল পর্যন্ত স্কুলের মাসিক ও আনুষঙ্গিক ফীও আদায় করা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

ফেল ফী

- (৩য় পৃঃ পর)

হইতেছে। বোর্ডের নির্ধারিত ফী তো আছেই।

ঝিনাইদহ মহকুমা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শৈলকুপা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফেল ফীও কোচিং ফী আদায়ের কথা স্বীকার করিয়াছেন। শৈলকুপা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও জানান যে, ঝিনাইদহ মহকুমার সমস্ত স্কুলেই কোচিং ফী আদায় করা হইতেছে। শৈলকুপা হাই স্কুলের পরিচালনা কমিটির জনৈক সদস্যের সাথে যোগাযোগ করিলে তিনি জানান যে, এই ফী আদায়ের ব্যাপারে কমিটি কিছুই জানে না।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বৎসর যাবত মহকুমার অনেক স্কুলেই এস এস সি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে কোচিং ফী হিসাবে অতিরিক্ত ফী আদায় করা হইতেছে।